দেশের কয়েকটি অঞ্চলে এস,এস,সি ও দাখিল পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ

কালিয়া (নড়াইল) সংবাদদাতা ॥ আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণকালে এই উপজেলার বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে কয়েকগুণ বেশী ফি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, এ বছর যশোর শিক্ষা বোর্ড বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ৬৩০ টাকা এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য ৫৭০ টাকা বোর্ড ফি নির্ধারণ করেছে। শিক্ষা বোর্ডের এ সংক্রান্ত সার্কুলার প্রতিটি স্কুলে যথাসময়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বোর্ডের এ সার্কুলারকে তোয়াক্কা না করে স্কুল কর্তৃপক্ষ মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায় করছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বোর্ড ফি-এর অতিরিক্ত অর্থ অর্থাৎ ২০০২ সালের জুন মাস পর্যন্ত অগ্রিম ৬ মাসের বেতন, মিলাদ মাহফিল, কোচিং, স্কুলের উন্নয়ন, খেলাধুলা, লাইব্রেরীর উন্নয়ন, কেরানী ও দপ্তরীদের বকশিশ সেশন চার্জ ইত্যাদি মিলিয়ে এক থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে আদায় করছে। উপজেলা সদরের কালিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিপক রাহা জানান, ঐ স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে ১ হাজার ১৩০ টাকা এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে ১ হাজার ১০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

এদিকে পরীক্ষার ফরম পূরণে মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায়ের কারণে অনেক গরীব অভিভাবক অসহায়। গরু-ছাগল বিক্রি করে, জমি বন্ধক রেখে কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে।

তজুমদ্দিন (ভোলা) থেকে ঃ আসন্ন এসএসসি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আগামী ২০০২ সালের দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে বোর্ড ফির চাইতে তিন-চার গুণ বেশী ফি আদায়ের ফলে গরীব অভিভাবকরা বিপাকে পড়েছে। গত ১৮ নভেম্বর থেকে সারাদেশের ন্যায় তজুমদ্দিনে দুটি সরকারী হাইস্কুলসহ বিদ্যালয়সমূহের নিয়মিত-অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ২৮শে নভেম্বরের মধ্যে ফরম পূরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বোর্ড কর্তৃক প্রতি বিষয়ে ৩৫ টাকা হারে ১০ বিষয়ে ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত বিষয়ের জন্য ৫০ টাকা, স্কাউট ও ক্রিড়া ফিসহ সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা। তজুমদ্দিনে দুটি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফি ১ হাজার ২৮০ টাকা এবং অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ১ হাজার ৩৬০ টাকা ধরা হয়েছে। যে সব পরীক্ষার্থী গত বৎসর থেকে তিন বিষয় পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়েছে তাদের জন্য ফি ধার্য করা হয়েছে সাধারণ ৫০০ টাকা, পরবর্তী প্রতি বিষয়ের জন্য ৭৫ টাকা হারে। ৩ বিষয়ে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের ৭২৫ টাকা হারে ফি আদায় করা হচ্ছে। তজুমদ্দিনে বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে পঞ্চপল্লী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৭২৫ টাকা ফি ধরা হয়েছে। অন্য বিদ্যালয়গুলোতেও একই হারে ফি আদায় করা হচ্ছে। অপরদিকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে তজুমদ্দিনে ১২টি মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ শুরু হয়েছে। এ বৎসর দাখিল পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের জন্য জমিয়ত কর্তৃক ১ হাজার ৫৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনেক গরীব অভিভাবক অতিরিক্ত ফি আদায়ে তাদের হতাশা ব্যক্ত করেছে। এ অতিরিক্ত ফি আদায়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর ফরম পূরণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শ্রীপুর (গাজীপুর) থেকে ঃ উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় আসন্ন এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে অধিক হারে ফরম পূরণের টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, শিক্ষা বোর্ডসমূহের নির্ধারিত ফিসের চেয়ে ৩/৪ গুণ হারে অর্থাৎ ১৫শত হতে ২ হাজার টাকা করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ফি আদায় করা হচ্ছে।

এতে গ্রামের সহজ সরল অভিভাবকরা ফরম পূরণের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। অনেক দরিদ্র অভিভাবক ফিসের টাকা কমানোর জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির নিকট বা দলীয় নেতৃবৃন্দের নিকট কিংবা প্রধান শিক্ষকের নিকট ধরনা দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে উপজেলার শৈলাট উচ্চ বিদ্যালয়ে সরেজমিনে খোঁজ নিতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক মফিজ উদ্দিনের সাথে কথা বল্লে তিনি জানান যে, তার স্কুলেই ১ হাজার ৫৩৫ টাকা হতে ১ হাজার ৫৮৮ টাকা পর্যন্ত দাখিলা ফরম পূরণের জন্য ধার্য্য করেছেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে, মাওনা কেন্দ্রে যেসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেয় তারা এই নিয়মেই টাকা পরিশোধ করে দাখিলা ফরম পূরণ করে।

তিনি আরও জানান যে, আমরা স্কুলের পূর্বের নিয়মে ও কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মচারী ফি, যাতায়াত ফি, ডেপুটেশন ফি, কল্যাণ ফি ইত্যাদিসহ আরও খাত দেখিয়ে ফি আদায় করি। উপরোক্ত আদায়কৃত টাকার আলাদা কোন তহবিল বা ব্যাংক একাউন্ট নেই। বিভিন্ন খাত দেখিয়ে আদায়কৃত ১০০০ হইতে ১২০০ টাকা পর্যন্ত সাধারণ তহবিলে রেখে শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া হয়।

DEC. 05 2001